সংবাদ

তারিখ 2 5 NOV 2008
পৃষ্ঠা

টিআইবি ও সনাকের জরিপ

শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে বিরূপ আচরণের শিকার হতে হয় শিক্ষার্থীদের

প্রতিনিধি, রাজবাড়ী

দুর্নীতি মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই উন্নত জাতি গঠনের হাতিয়ার হলেও রাজবাড়ীর প্রাথমিক শিক্ষা সেবায় ব্যাপক অনিয়মের চিত্র ফুটে উঠেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক হওয়া সত্ত্বেও রাজবাড়ী সদর উপজেলার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন খাতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফি বা চাঁদা দিতে হয়। বিদ্যালয়ে পাঠ দান সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সন্তুষ্ট নয়। শিক্ষকদের হোম ভিজিট করার কথা থাকলেও ৯১.৩ ভাগ শিক্ষক কখনও তা করেন না। শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে বিরূপ আচরণের শিকার হতে হয় ৮.৪ ভাগ শিক্ষার্থীকে।

শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি বাবদ অতিরিক্ত টাকা প্রদান করতে হয়. বার্ষিক ক্রীড়া. বিদ্যুৎ বিল. সার্টিফিকেট প্রাপ্তি. বার্ষিক পরীক্ষায় নম্বর প্রাপ্তি. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান. কল্যাণ সমিতি. কাজের লোক বাবদ. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্যও টাকা দিতে হয়। এসবের হার ২৬ থেকে ৭৪ ভাগ পর্যন্ত। বৃত্তি পরীক্ষার ফি ৪০ টাকা নির্ধারিত থাকলেও গড়ে ৮ টাকা করে বেশি নেয়া হয়েছে ৪৫.২৩ ভাগ ও কোচিং ফি নেয়া হয়েছে ৪৫.৬৫ ভাগ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে। সাজেশনের জন্য টাকা দিতে হয়েছে ১১.৯ ভাগ শিক্ষার্থীকে। রাজবাড়ী সদর উপজেলার ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫০২ জন শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক উত্তরদাতা হিসেবে এই জরিপে অংশগ্রহণ করে। গবেষণাটি জানুয়ারি থেকে নভেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করা হয়। সদর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা সেবা বিষয়ক এক রিপোর্ট কার্ড জরিপে এসব অনিয়মের তথ্য তুলে ধরে।

এছাড়া গবেষণায় দেখানো হয়েছে. শিক্ষা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষক স্বল্পতা. বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দের অভাব. শিক্ষকদের অপর্যাপ্ত বেতন কাঠামো. শিক্ষকদের ওপর মাত্রারিক্ত কাজের চাপ. বিদ্যালয়ের দুর্বল অবকাঠামো. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সীমিত সুযোগ-সুবিধা. আর্থিক লেনদেনে অস্বচ্ছতার বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের অভাব. সমবেশ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও আগ্রহের অভাব. বৃত্তি ও কোচিংয়ের জন্য অর্থ সময় বরাদ্দ না থাকা.. সব দরিদ্র শিক্ষা উপবৃত্তির তালিকাভুক্ত হওয়ার সুযোগ না থাকা. সব শ্রেণীর জন্য নতুন বই সরবরাহে কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া এবং এসএমসির কার্যক্রমে সক্রিয়তার অভাব।

সচেতন নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যক্ষ শংকর চন্দ্র সিনহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন রাজবাড়ী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. কেরামত আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাহবুব এলাহী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন টিআইবির সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা অহিদুল আলম. নিতাই চন্দ্র বসাক. উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাঈদা ইরানী প্রমুখ। টিআইবির গবেষণা